২৬-০৮-১৬ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন মিষ্টির থেকে মিষ্টি স্যাকারিন তাই অন্য সমস্তকিছু ছেড়ে সেই বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলে তোমরা সেই মিষ্টি স্যাকারিন তুল্য হতে পারবে । "

প্রশ্ন :- তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে নিজেদের অন্তরকে কোন্ সংস্কারের দ্বারা পূরণ করছো ?

উত্তর :- ভবিষ্যতে কোনো উজীরের পরামর্শ ছাড়াই সারা বিশ্বের উপর রাজত্ব করার জন্য । তোমরা এখানে এসেছো বাবার থেকে শ্রীমত নিয়ে ভবিষ্যত রাজধানী চালানোর জন্য । বাবা তোমাদের এমন শ্রীমত দেন যে অর্ধেক কল্প তোমাদের কারোর মতের কোনো দরকার নেই । যাদের বুদ্ধির জোর কম তাদেরই অন্যের মতামতের প্রয়োজন হয় ।

গীত :- তুমিই মাতা .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এই কথা কে বলেছে যে মিষ্টি - মিষ্টি রুহানি বাচ্চা । অবশ্যই রুহানি বাবাই এই কথা বলতে পারে । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এখন বাবার সামনে বসে আছে আর বাবা খুবই আদর করে তাদের বুঝিয়ে বলছেন । এখন তোমরা জানো যে এই পৃথিবীর সকলকে সুখ শান্তি দেওয়া এবং দুঃখ থেকে উদ্ধার করার জন্য এক এই রুহানি বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নেই তাই দুঃখে থাকলে সবাই বাবাকেই স্মরণ করে । তোমরা বাচ্চারা সবাই বাবার সামনে বসে আছো । তোমরা জানো যে বাবা আমাদের সুখধামের উপযুক্ত তৈরী করছেন । চিরকালের জন্য যে সুখধামের মালিক যে বাবা করবেন , সেই বাবার সামনেই সকলে এসেছে । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, সামনে বসে শোনা আর দূর থেকে শোনার মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে । মধুবনে সবাই বাবার সামনে আসো , তাই মধুবন খুবই বিখ্যাত । মধুবন আর বৃন্দাবনে সবাই কৃষ্ণের ছবি দেখিয়েছে । কিন্তু কৃষ্ণ তো এখানে নেই । এখানে তো নিরাকার শিববাবা এসে তোমাদের বাচ্চাদের সাথে দেখা করেন । প্রতি মুহূর্তে তোমাদের নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করতে হবে । আমি আত্মা বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি গ্রহণ করছি । সারা কল্পে এই একটাই সময় আসে । এ হলো কল্পের অতি সুন্দর সঙ্গম যুগ । এই যুগের নাম রাখা হয়েছে .....পুরুষোত্তম । এই হলো সেই সঙ্গম যুগ যখন সমস্ত মানুষ উত্তম হতে পারে । এখন তোমাদের সমস্ত মানুষের আত্মা তমোপ্রধান, যা আবার নতুন করে সতোপ্রধান হতে থাকে । সতোপ্রধান হলে মানুষ উত্তম মানুষে পরিণত হয় । তমোপ্রধান হওয়ার কারণে মানুষ ছোটো হয়ে যায় । তাই আত্মাদের বাবা পরমাত্মা সামনে বসে আত্মাদের বোঝাচ্ছেন । এই নাটকের সমস্ত অভিনয় আত্মারাই করে, শরীর নয় । আত্মা আর শরীর দুইজনের যখন মেলবন্ধন হয় তখনই এই অভিনয় শুরু হয় । তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা এসেছে যে, আত্মারা আসলে নিরাকারী দুনিয়া বা শান্তিধামের নিবাসী, কিন্তু এই কথা দুনিয়ার অন্য কেউ আর জানে না । না কেউ নিজেরা বোঝে না অন্যদের বোঝাতে পারে । তোমাদের বুদ্ধির তালা কিন্তু এখন খুলে গেছে, তাই তোমরা এখন বুঝে গেছো যে বরাবর আত্মারা পরমধামের অধিবাসী ছিলো । ওই দুনিয়া হলো অশরীরী দুনিয়া । আর এই দুনিয়া হলো দেহধারীদের দুনিয়া । এখানে আমরা সব অভিনেতারা হলাম পার্টধারী । প্রথমদিকে আমরাই এই দুনিয়ায় অভিনয় করতে

আসি । তারপর ক্রমানুসারে সবাই একে একে আসতে থাকে । সবাই কিন্তু একসাথে আসে না । ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অভিনেতারা একে একে আসা যাওয়া করে । যখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয় তখন সমস্ত অভিনেতারা একত্রিত হয় । এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, আত্মারা আসলে শান্তিধামের অধিবাসী.....এখানে তারা অভিনয় করতে আসে । বাবা কিন্তু সমস্ত সময় অভিনয় করার জন্য এই দুনিয়াতে আসেন না । আমরাই এই অভিনয় করতে করতে ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হতে থাকি । এখন তোমাদের বাচ্চাদের বাবার সামনে বসে এই কথা শুনতে খুবই মজা হচ্ছে । এমন মজা মুরলী পড়লেও হয় না । এখানে তোমরা বাবার সামনে রয়েছো তাই না ? সবার প্রথমে কিন্তু সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মানুষরাই আসবে । তোমরা জানো যে এই ভারতই ছিলো দেবী দেবতাদের ভূমি, কিন্তু এখন সেই দেবী দেবতা আর নেই । দেবী দেবতাদের ছবি যখন তোমরা দেখো , তখন তারা অবশ্যই ছিলেন । প্রথম প্রথম তোমরাই এই দেবী দেবতা ছিলে, তাই তোমরা কি তোমাদের অভিনয়কে মনে রাখবে নাকি ভুলে যাবে ? বাবা বলেন যে, তোমরাই এই অভিনয় করেছো, এই সকলই হলো বিশ্ব নাটক । নতুন দুনিয়া আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো হয়ে যাবে । প্রথম প্রথম ওপর থেকে যে সব আত্মারা আসে তারা সবাই স্বর্ণযুগে আসে । এই সমস্ত কথাই এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে । সত্যযুগের প্রথমে তোমরাই এসেছিলে অভিনয় করার জন্য । তোমরাই এই বিশ্বের মালিক মহারাজা - মাহারানী ছিলে । তোমাদেরই রাজধানী ছিল । এখন তো সেইসব রাজধানী আর নেই । এখন তোমরা শিখছ কেমনভাবে তোমরা সেই রাজত্ব চালাবে । সেখানে কোনো উজির থাকে না । কারণ সেখানে রায় দেবার কোনো প্রয়োজন হয় না । এই শ্রীমতের দ্বারা সেখানে সবাই শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় তাই তাদের আর অন্যের থেকে রায় নেবার দরকার হয় না । যদি কেউ অন্য কারোর থেকে বুদ্ধি নেয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার বুদ্ধির জোর কম । এখন তোমরা যে শ্রীমত পাচ্ছো তা সত্যযুগেও বজায় থাকবে । এখন তোমাদের আত্মা শুদ্ধ হচ্ছে । তাই এখন তোমাদের আত্মাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে । শান্তিধাম থেকে এসে তোমরা এখানে কথা বলার উপযুক্ত হতে পারো । কথা না বলতে পারলে কোনো কাজই করা যাবে না । এটা খুবই বোঝার কথা । যেমন বাবার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে ঠিক তেমনই আত্মার মধ্যেও সেই সমস্ত জ্ঞানই আছে । আত্মা বলে, আমরা এক শরীর ছেড়ে সংস্কার অনুযায়ী দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করি । পুনর্জন্ম অবশ্যই সকলের হয় । আত্মারা যে যেমন পার্ট পায়, সেই অভিনয়ই তারা করতে থাকে তারপর সংস্কার অনুযায়ী দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করে । বহুজন্মের কারণে আত্মাদের দিনে দিনে পবিত্রতা কম হতে থাকে । পতিত অক্ষর দ্বাপর যুগের থেকে কাজে আসে তারপর ধীরে ধীরে তার তফাত নজরে পড়ে । যেমন নতুন বাড়ি বানানো হলে , একমাস পর কিছু তফাত তো অবশ্যই নজরে আসে । এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে বাবা তোমাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দান করেন । বাবা বলেন যে আমি এসেছিই তোমাদের বাচ্চাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দিতে । যে যত পুরুষার্থ করবে সে তত বড় পদ পাবে । বাবার কাছে কোনো সন্তানেরই কোনো তফাত হয় না । বাবা জানেন যে আমি আত্মাদেরই পড়াচ্ছি । আত্মারা নিজেদের জন্য নিজেরাই পুরুষার্থ করে । এখানে পুরুষ বা মহিলা এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না । তোমরা সকল বাচ্চারা বেহদের বাবার থেকে এই বর্ষা গ্রহণ করছো । সব আত্মারাই ভাই - ভাই, যাদের বাবা পড়ান এবং বর্ষা বা রাজত্বের অধিকার দেন । বাবাই রুহানি বাচ্চাদের সাথে এই বলে কথা বলেন যে, হে প্রিয়, মিষ্টি, সিকিলধে বাচ্চারা, তোমরা অনেক দিন ধরে এই অভিনয় করে আসছো, এখন এসে তোমরা আমার সঙ্গে মিলেছ ....নিজেদের বর্ষা বা সম্পত্তি নেবার জন্য । এই সমস্ত কিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । শুরু থেকেই এই সমস্তকিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা অভিনেতারা সকলেই এখানে অভিনয় করতে থাকো । আত্মা হলো অবিনাশী, আত্মার মধ্যে এই অবিনাশী পার্ট ভরা আছে ।

শরীর তো পরিবর্তনশীল । বাকী আত্মারা পবিত্র থেকে অপবিত্র হতে থাকে । সত্যযুগে সকলেই পবিত্র থাকে । আর এই দুনিয়াকে বলা হয় পতিত দুনিয়া । এখন আবার নতুন করে সুখধাম স্থাপন হতে চলেছে । বাকী অন্য আত্মারা সবাই মুক্তিধামে থাকবে । এখন এই বেহদের নাটক সম্পূর্ণ হবার সময় হয়েছে । সমস্ত আত্মারা মশার মতো এই পৃথিবী ত্যাগ করবে । এই সময় যে আত্মারা এই পতিত দুনিয়ায় আসবে, তাদের এখানে কি মূল্য থাকবে । বাস্তবে তাদেরই মূল্য থাকে যারা প্রথম প্রথম এই নতুন দুনিয়াতে আসে । নতুন দুনিয়া ছিলো, তা ধীরে ধীরে পুরোনো হয়েছে । নতুন দুনিয়াতে দেবতারা ছিলো, সেখানে দুঃখের নামমাত্র ছিলো না । এখানে তো অথৈ দুঃখ । শিববাবা এসেই দুঃখের এই পুরোনো দুনিয়া থেকে সকলকে উদ্ধার করেন । এই পুরোনো দুনিয়ার অবশ্যই বদল হবে । যেমনভাবে দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন হয় । তোমরা বুঝতে পেরেছো যে বরাবর তোমরাই সত্যযুগের মালিক হবে, তাহলে তোমরা কেন নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করবে না ? কিছু তো পরিশ্রম তোমাদের করতেই হবে । রাজত্ব পাওয়া কোনো সহজ কথা নয় , বাবাকে স্মরণ করতেই হবে । এ হলো মায়ার অতি আশ্চর্য গুণ যা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সবকিছু ভুলিয়ে দেয় । এর জন্য কোনো উপায় বের করা চাই । এমন নয় যে আমার হলেই তোমাদের স্মরণ খুব ভালোভাবে হবে । বাকী পুরুষার্থ তোমরা কি করবে ? যতক্ষণ বেঁচে থাকবে পুরুষার্থ তোমাদের করতেই হবে । জ্ঞানঅমৃতও পান করতে হবে । তোমরা এও জানো যে , এই তোমাদের শেষ জন্ম । এই শরীরের অভিমান ত্যাগ করে তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে । তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে এবং পুরুষার্থও অবশ্যই করতে হবে । কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো । " তুমিই মাতা এবং তুমিই পিতা ....." এ হলো ভক্তিমার্গের মহিমা । তোমাদের এক ভগবানকেই স্মরণ করতে হবে । আমিই হলাম স্যাকারিন তুল্য মিষ্ট, তোমরা সবাইও অন্য সবকিছু ছেড়ে খুব মিষ্টি সেকারিনের মতো হয়ে যাও । তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান, তাই তাকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য সর্বদা স্মরণের যাত্রায় থাকো । সবাইকে বলো যে বাবার থেকে তোমরা সুখের বর্ষা গ্রহণ করো । সত্যযুগেই সম্পূর্ণ সুখ থাকে । বাবাই এই সুখধাম স্থাপন করে , বাবাকে স্মরণ করাও অতি সহজ, কিন্তু মায়ার অনেক বিরোধীতা আসে তাই চেষ্টা করে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ বা পাপ দূর হবে । তাই বলা হয় এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি ।

এই বিশ্ব নাটকে প্রত্যেকেরই নিজেদের অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হবে । এই নাটকে সবথেকে বেশী হলো তোমাদের অভিনয় । সুখও সবথেকে বেশী তোমরাই পাও । বাবা বলেন যে তোমাদের দেবীদেবতা ধর্ম হলো অতি সুখদায়ী । আর বাদবাকী সবাই হিসাব নিকাশ শোধ করে শান্তিধামে চলে যাবে । খুব বেশী বিস্তারে আমরা কেন যাব ? বাবা তো এসেছেনই আমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । একঝাঁক মশার মতো সবাইকে তিনি নিয়ে যান । এই বিনাশী শরীর সব শেষ হয়ে যাবে । বাকী আত্মারা অবিনাশী , তারা হিসাব নিকেশ শেষ করে সবাই চলে যাবে । এমন নয় যে আত্মারা আগুনে ঝাঁপ দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে । স্মরণের যোগযাত্রার দ্বারাই আত্মাদের পবিত্র হতে হবে । এ হলো যোগের আগুন । মানুষ কিন্তু এমন নাটক বানিয়েছে যে .....সীতা অগ্নির মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিলো । আগুনের মধ্যে দিয়ে কোনো একজন তো আর পার হবে না । বাবা বোঝান যে তোমরা সব আত্মারূপী সীতারা এই সময় সবাই পতিত, তোমরা সবাই এখন রাবণের রাজ্যে বন্দী । এখন এক বাবার স্মরণেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । রাম হলেন একজনই । অগ্নি শুনলেই মানুষ ভাবে , আগুনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে পবিত্র হওয়া । কিন্তু কোথায় যোগ অগ্নি আর কোথায় এই আগুন ।

আত্মা আর পরমাত্মা যোগযুক্ত হলেই পতিত থেকে পবিত্র হবে । এ হলো রাত দিনের তফাত । সমস্ত আত্মারা হলো সীতা । তারা রাবণের জেলে শোক বাটিকায় বন্দী । এই কলিযুগীয় সুখ তো কাকবিষ্ঠার তুল্য । স্বর্গে তো অথৈ সুখ থাকে । তাই তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞানরত্নের দ্বারা ঝুলি ভর্তি করতে হবে । কোনোরকমের সংশয় যেন তোমাদের না আসে । দেহ – অভিমান এলে অনেক ধরনের প্রশ্ন জীবনে আসে । তখন বাবা যে ধরনের কাজ তোমাদের করতে বলেন তা তোমরা করো না । মুখ্য কথাই হলো তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । কে তোমাদের পবিত্র বানাবে তা তোমরা কেউই জানো না । সবাইকে বলো যে তোমরা যদি পতিত হও তবে দুর্ভাগ্যের শিকার হবে । কেউই নিজেদের বিকারী ভাবে না , তারা বলে যে সবাই তো গৃহস্থী ছিলো .....রাম – সীতা, লক্ষ্মী – নারায়ণ সকলেরই তো সন্তান ছিলো । সেখানেও তো সন্তানের জন্ম হতো, মানুষ ভুলে গেছে যে , ওই দুনিয়াকে বলা হয় জ্ঞানের দুনিয়া । ওই দুনিয়া হলো শিবালয় । বাবা তোমাদের বাচ্চাদের কতো যুক্তি বলে দেন । শিববাবাই হলেন একাধারে বাবা , শিক্ষক এবং গুরু, যিনি সবাইকে সদ্গতি দেন । এই দুনিয়ায় যখন গুরু মারা যান তখন তাঁর পরবর্তী শিষ্য সেই পদের অধিকারী হন । কিন্তু তিনি কিভাবে সবাইকে সদ্গতি দেবেন । সবার সদ্গতিদাতা হলেন একজনই । রাবণরাজ্যে সবার দুর্গতি থাকে আর রামরাজ্যে সবারই সদ্গতি হয় । বাবা সবাইকে পবিত্র করে নিয়ে যান,তারপর কেউই হটাত করে পতিত হন না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাই ক্রমানুসারে নামতে থাকে । সতোপ্রধান থেকে সবাই সতো , রজ এবং তমোতে নামতে থাকে .....তোমাদের বুদ্ধিতে এই ৮৪ জন্মের চক্রের জ্ঞান রয়েছে । তোমরা এখন লাইট হাউস অর্থাত্ জ্যোতির্ময় । জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা জেনেছো যে, এই চক্র কেমনভাবে ঘুরতে থাকে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের অন্য সকলকে এই পথ বলতে হবে । তোমরা সকলেই হলে শিবসেনা । তোমরা হলে পাইলট অর্থাত্ পথনির্দেশক । তাই সবাইকে বলো ....এখন শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো । কলিযুগের এই দুঃখধামকে ভুলে যাও । আমি তোমাদের খুব সুন্দর এক পথ বলছি , যে পথে এক নিরাকার শিববাবাই হলেন পতিত পাবন । তাঁকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে । তোমাদের আত্মার উপর যে বোঝা রয়েছে তা থেকে তোমরা মুক্ত হবো ভগবানুবাচ হল– "মনমনাভব । " শিব ভগবানুবাচঃ .....বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি সবকিছুর বিনাশ করে আর বিনাশকালে পরমপিতা – পরমাত্মার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি বিজয় প্রাপ্ত করায় । তোমাদের যত প্রীত বুদ্ধি হবে ততো তোমরা উঁচু পদ পাবে । দেহ – অভিমান এলে এত উঁচু পদ তোমরা পেতে পারবে না । আচ্ছা .....

মিষ্টি – মিষ্টি সিকিলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানরত্নের দ্বারা নিজের ঝুলি ভর্তি করতে হবে । কোনো ধরনের সংশয় এসে যেন উপস্থিত না হয় । যতটা পারা যায় বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করে পবিত্র হতে হবে । অন্য কোনো প্রশ্নে যাওয়ার দরকার নেই ।

২) এক বাবার সঙ্গে সত্যিকারের প্রীতির সম্পর্ক রেখে বাবার সমান মিষ্টি স্যাকারিন তুল্য হতে হবে ।

বরদান : - জ্ঞানের আলো এবং শক্তির দ্বারা দুর্বল সংস্কারকে সমাপ্ত করে শক্তি সম্পন্ন হও ।

জ্ঞানের দ্বারাই নিজের দুর্বল সংস্কারকে জানা যায় আর যখন সেই বিষয়কে বুঝতেও পারা যায় তখন কিছু সময়ের জন্য সেই সংস্কার ভিতরে থেকে যায়, এই দুর্বল সংস্কারকে সমাপ্ত করার জন্য জ্ঞানের আলো এবং অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় । এর জন্য মাষ্টার সর্বশক্তিমান এবং মাষ্টার জ্ঞানসাগরের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করারও মাষ্টার হও । জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে শক্তিতে ভরপুর করো, নিজের মনন শক্তিকে বাড়াও তাহলেই শক্তিসম্পন্ন হতে পারবে ।

স্লোগান :- যেখানে সর্ব প্রাপ্তি আছে সেখানেই প্রসন্নতা আছে ।